২৩-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিজ্ঞা কর যে, আমরা পাস উইথ অনার হয়ে দেখাব। কোনও অবস্থাতেই মাতা - পিতার প্রতি সংশয় বুদ্ধি রাখব না"

প্রশ্ন :-- মায়ার বক্সিং থেকে তোমাদের কোন বিষয়ে খুব সতর্ক হতে হবে ?

উত্তর :-- বক্সিং (মায়ার সাথে লড়াই) করতে করতে কখনও যেন মাতা-পিতার প্রতি সংশয় (অনিশ্চয়তা) দেখা না দেয়, এ ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে । অশুদ্ধ অহংকার বা অশুদ্ধ লোভ, মোহ যদি জন্ম নেয় ; তবে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । তোমাদের বেহদ বাবার কাছ থেকে বর্সা নেবার শুদ্ধ লোভ আর এক বাবার প্রতিই সব মোহ রাখতে হবে । বেঁচে থেকেও মরে যেতে হবে (দুনিয়া থেকে আসক্তিহীন)। আমি শুধুমাত্র বাবার আর বাবার কাছ থেকেই বর্সা নেব । যাই কিছু ঘটুক না কেন, নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা কর। মাতেলে (প্রকৃত সন্তান) হলে বেহদের প্রাপ্তি হবে, আর সংশয় বুদ্ধি হলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।

গীত :-- তোমাকে ডাকার জন্য হৃদয় ব্যাকুল ....

ওম্ শান্তি । ওম্ শব্দের অর্থ তো একদম সহজ । আমি আত্মা, অন্তর্মুখী। আত্মা অমর অবিনাশী, একথা কে এসে বোঝান ? বেহদের বাবা । বাচ্চারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু কোটি সংখ্যক বাচ্চার মধ্যে অল্প কিছু ; তার মধ্যেও আবার সামান্য কয়েকজন বুঝবে । বাচ্চারা জানে, বেহদের বাবা বেহদ সুখের বর্সা দেওয়ার জন্য আমাদের উপযুক্ত করে তুলছেন । আমরাই পূজ্য দেবী-দেবতারা বিশ্বের মালিক ছিলাম । ভারত ছিল সোনার পাখি, সেই সময় ভারত ছিল ধার্মিক, পূণ্যবান, ন্যায়পরায়ণ এবং একশ' ভাগ সমৃদ্ধশালী । বাবাই এসব বুঝিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা কতো উপযুক্ত ছিলাম, বিশ্বের মালিক ছিলাম । এখন বাবা আবার সারা বিশ্বে রাজত্ব করার জন্য অধিকারী করে তুলছেন । মায়া এসে এতোই কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে যে, কাণাকড়িও মূল্য নেই । অধার্মিক কার্যই করিয়েছে । একমাত্র বাবাই এসে ধার্মিক বিষয়ে শিক্ষা দেন, যা চিরন্তন সত্য । যাঁর উদ্দেশ্যে তোমরা গীতও গেয়েছ -- তুমিই মাতা-পিতা •••••
ওঁর সম্মুখেই তোমরা বসে আছ আর বেহদের বর্সা নেবার জন্য পুরুষার্থ করছ । তোমরা জান আমরা বাবার হয়ে গেছি , বাবাও বলেন, তোমরা আমার সন্তান । এই সময় কেউ পিতার পরিচয় জানেনা । কখনও বলে নাম রূপ-হীন, আবার কখনও নাম রূপ দিয়ে বলে দেয়, সবকিছুর মধ্যে পরমাত্মা আছেন । অনেক ধর্ম, অনেক মত হওয়ার কারণে বাবা বলেছেন -- এই সব দেহের ধর্ম ভানকে ত্যাগ কর । ভিন্ন ধর্মের আত্মাদের মধ্যে কেউ বলে আমি ক্রিস্টান, কেউ বলে আমি মুসলমান ; দেহের এই ধর্মকে ভুলতে হবে । এখন বাবা বলেন -- প্রিয় বাচ্চারা, যখন থেকে মাম্মা - বাবা বলা হয়, তখন তো মাম্মা - বাবাকে কেউ ভুলে যেতে পারে না । এখানে এটাই আশ্চর্যজনক যে, বাচ্চারা এরকম মা-বাবা যাঁদের কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য বর্সা পাচ্ছে তাঁকেই ভুলে যাচ্ছে । জন্মের পর জন্ম ধরেতো তোমরা তোমাদের লৌকিক মা - বাবাকে মনে রেখেছ । এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম । তোমরা নিশ্চিত থাক যে, বাবাই কল্পে -কল্পে এসে আমাদের দেবতা বানান, তারপরও এমন বাবাকে কি করে ভুলে যাও? বাচ্চারা বলে, ড্রামানুসারে কল্প প্রথমেও ভুলে গিয়েছিলাম । বাবাকে পেয়ে, বাবার সন্তান হয়েও তাঁকে ভুলে গিয়ে পরিত্যাগ করি । চমকপ্রদ ভাবে

ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তাঁর জ্ঞান শোনে, অন্যদেরও শোনায় •••• তারপরই অহো মম্ মায়া হয়ে ভাগন্তি হয়ে । মায়া লৌকিক বাবার কাছ থেকে আলাদা হতে দেয়না । কিছু কিছু বাচ্চা আছে যারা বাবাকে ছেড়েই চলে যায় । পারলৌকিক বাবা তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে কত মূল্যবান বর্সা উপহার দেন । ওরা হলো হদের মা -বাবা আর ইনি হলেন বেহদের মাত-পিতা যিনি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। নিশ্চিত হয়েও এরকম পিতাকে কেন ত্যাগ করে চলে যাও? ভালো ভালো বাচ্চারা ৫ - ১০ বছর ধরে বাবার জ্ঞান ধারণ করে সুন্দর পার্ট বাজায়, তারপর মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে যায় । এ হলো যুদ্ধের ময়দান । বাবাকে স্মরণ করা কখনওই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কম স্মরণের জন্য অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়। অনেক বাচ্চাকে মায়া জিতে নিয়েছে, একদম কাঁচা খেয়ে ফেলেছে । অজগর সাপের মতো মুখে পুরে গিলে নিয়েছে । তোমরা মহারথী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও আর মায়া এসে পতনের রাস্তায় ফেলে শেষ করে দেয় । ভালো ভালো প্রথম নম্বরে যাওয়ার মতো উপযুক্ত বাচ্চা, যার ডায়রেকশনে মাত-পিতাও পার্ট বাজাত, এখন তারা নেই । কি হয়েছিল তাদের ? কোনও কথায় বা ঘটনায় তাদের সংশয় দেখা দিয়েছিল । বাবা বুঝিয়ে বলেন, বাবার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি যার থাকবে বিজয়ী সে হবেই, আর সংশয় বুদ্ধি বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে । এইভাবে কত অধম গতি প্রাপ্ত হবে । তোমরা এখানে আসো বাবার কাছ থেকে পুরো বর্সা নিয়ে প্রিন্স - প্রিন্সেস হওয়ার জন্য । যদি আশ্চর্যবৎ পলায়ন কর তবে কি পদ পাবে ? প্রজার মধ্যে গিয়েও পদ কম হয়ে যাবে । সাজাও খেতে হবে অনেক । যেমন ঐ গভর্নমেন্টে চিফ জজ ইত্যাদিরা থাকেন সাজা ঘোষণা করার জন্য, এখানে তো একজনই বাবা । বাবা বলেন, আমি আসি তোমাদের পতিত থেকে পাবন বানাতে, যদি সম্পূর্ণ পবিত্র না হও তবে পতিত থেকেও পতিততর হতে হবে । সর্বশক্তিমান বাবাকে ডিস-রিগার্ড করলে ধর্মরাজের সাজাও কঠিন থেকে কঠিনতম হবে । এটাই বোঝার ব্যাপার তাইনা ! তুমি মাত-পিতা বলার পর তাঁরই শ্রীমতে চলা উচিত । শ্রী শ্রী মত (শ্রেষ্ঠ মত) এ চলাকালীন যুগযুক্ত হয়ে থাকা উচিত অর্থাত্ কর্ম করতে করতে বুদ্ধিযোগ ঈশ্বরের সাথে থাকবে । তোমরাই শ্রেষ্ঠ ছিলে, শ্রেষ্ঠ সূর্যবংশীয় ,চন্দ্রবংশীয় মহারাজা, মহারাণী পদ প্রাপ্ত করবে ২১ জন্মের জন্য । শ্রেষ্ঠ হবার জন্য শ্রী শ্রী মত চাই । শ্রী শ্রী শুধুমাত্র একজনকেই বলা হয় । দেবতাদের শুধু শ্রী বলা হয় । এই সময়তো সবাই আসুরি সম্প্রদায়ের অর্থাত্ ৫ বিকার রূপী আসুরি মতানুসারে চলছে । এখন তোমরা বাচ্চারা পেয়েছ শ্রী শ্রীর মত, যে মতানুসারে চলে তোমরা শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ টাইটেল প্রাপ্য কর । তোমরা রাজ্য -ভাগ্য অধিগ্রহণ কর । সত্য - ত্রেতা যুগে পবিত্রতার তাজ (লাইট) আর রত্ন জড়িত তাজ (সম্পদের) থাকে । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীদের তাজ মস্তকে শোভা পায়। মহারাজা - মহারানীদেরও তাজ দেখানো হয় । প্রজারা তাজবিহীন তাই দেখানো হয়না । দ্বাপর থেকে যখন তাজধারীরা ধীরে ধীরে পতিত হবে, তখন আর লাইটের তাজ থাকবে না । পতিত রাজা -রানীরা পবিত্র রাজা-রাণীদের পূজা করে । এখন তো দুটোর একটা তাজও নেই, তাজবিহীন হয়ে পড়েছে । এখন প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব, যাকে পঞ্চায়েতি রাজ্ বলা হয় । তোমরা হলে পান্ডব, তোমাদের ও কোনও তাজ নেই । তোমরা কত বুদ্ধিমান, মূলবতন, সূক্ষ্ম বেতন, স্থূলবতন তথা সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্ত সব তোমাদের নলেজে আছে । তোমরা জান আমরা পুনরায় ডবল তাজধারী হতে যাচ্ছি । হেল্থ - ওয়েল্থ দুই-ই প্রাপ্তি করছি । বেহদের বাবা এসে আমাদের পড়াচ্ছেন, সুতরাং তোমরা হলে পান্ডব গভর্নমেন্টের স্টুডেন্টস ।

ভগবানুবাচ -- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । গীতায় শুধু নাম বদল করা হয়েছে সঙ্গমে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয়েছে, তা না জানার কারণেই ঐ বিভ্রান্তি । এখন তোমাদের বেহদ বাবার কাছ থেকে বর্সা প্রাপ্তি হচ্ছে । সত্যযুগ - ত্রেতায় তোমরা প্রালব্ধ সুখ ভোগ

কর । তারপর তোমাদের স্মৃতি স্মারক দ্বাপর থেকে তৈরি হতে শুরু করে । এখানে যার মৃত্যু হয় তার স্মৃতি ফলক এই মৃত্যুলোকেই তৈরি হয় । যেমন নেহেরুর মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতি ফলক এখানেই তৈরি হয়েছে ।তোমাদের স্মৃতি স্মারক অমরলোকে থাকবে না। তোমাদের স্মৃতি স্মারক দ্বাপরেই তৈরি হয় যা তোমরা দেখতে পাও । জগত অম্বা আদি দেব -দেবী কারা ছিল তা কেউ জানেনা । জানাতো উচিত তাইনা ! ড্রামার আদি -মধ্য - অন্তের সব কিছুই মানুষের জানা উচিত তাইনা ! লক্ষ্মী - নারায়ণ কে ছিলেন তাও অজানা । বাবা হলেন নলেজফুল । আমরা ওঁনার বাচ্চারা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী মাস্টার নলেজফুল হয়েছি । বাবা পবিত্রতার সাগর, আমরাও পবিত্রতা ধারণ করছি । আত্মা যারা অপবিত্র হয়ে গেছে তারা পবিত্র হয়ে ওঠে । গঙ্গা স্নানে কেউ পবিত্র হতে পারেনা । পতিত পাবন এক বাবাকেই বলা হয় । তোমরা ওঁনার সম্মুখে বসে আছ । একবার যখন বাবার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে, তা থাকবেই । বাবাকে খোড়াই বাচ্চারা ভুলে যেতে পারে ? মৃত্যুর পরেও তার আত্মাকে ডেকে আনে ,তারপর সেই আত্মা এসে কথা বলে । ড্রামানুসারে পার্ট থাকলে সেই আত্মা এসে বার্তালাপ করে । ড্রামায় যা পাস্ট হয়ে গেছে তা ফিক্সড । ড্রামাকে সঠিকভাবে জানা উচিত। এমনটা নয় যে ভাগ্যে থাকলে পুরুষার্থ করব । তৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকব আর জল নিজে থেকে এসে মুখে গড়িয়ে পড়বে তা কি হয় ? হয়না । প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষার্থই হলো প্রধান । ভাগ্যে থাকলে হবে এমন মনে করলে, করে উঠতে পারবে না । চুপ করে বসে যাওয়া মানে মরে যাওয়া (অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া)। সন্ন্যাসীদের কর্ম পরিত্যাগের সন্ন্যাস কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় থাকলে কর্ম থেকে সন্ন্যাস নিতে পারবে না । কর্মেন্দ্রিয় ছাড়া উঠবে বসবে কি করে ? আত্মাই শরীরকে চালনা করে, আত্মার মধ্যেই থাকে সংস্কার । রাতে আত্মা অশরীরী হয়ে যায় । আত্মা বলে, কর্ম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি আর তাই রাতে বিশ্রামরত অবস্থায় অশরীরী হয়ে যাই । আত্মাই খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে, অরগ্যান্স দ্বারা বলে - আমি ব্যারিস্টার, আমি অমুক । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে বলে - ও গডফাদার দয়া কর । উনি নলেজফুল, ব্লিসফুল, উনি সর্বোজ্ঞ । এখানে তো তোমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান । ব্রহ্মান্ড, সূক্ষ্মবতন কি ? ড্রামা কিভাবে রিপিট হয় ? আত্মা কোথায় যায় ? কিভাবে পূণর্জন্ম হয় ? কতবার জন্ম হয় ? এসব কেউ জানেনা । তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ অনুযায়ী জানতে পারছ । অন্যদেরও এই জ্ঞানরূপী চিতায় বসিয়ে বৈকুন্ঠের পথ বলে দিতে হবে । আরতো কেউ এই গুহ্য রহস্য জানেনা । বাবা বসে বোঝান, বাচ্চারা বাবার হাত ছেড়োনা । বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবার বাচ্চাদের স্মরণ করার প্রয়োজন পড়েনা । উনিতো জানেন সবাই আমার সন্তান, সবাই আমাকে স্মরণ করে । নির্বাণধামে আমার সাথেই বাচ্চারা থাকে, তাই ভুল করেও বাবাকে ভুলে যেওনা । কোনওরকম সংশয় যেন না আসে । এখনতো বাবা আদেশ করছেন -- মামেকম আর বর্সাকে স্মরণ কর। কোনওরকম ঠোকাঠুকি, কথা কাটাকাটিতেও বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাবাকে ভুলে গেলে তোমাদের তরী ডুবে যাবে, অর্থাত্ সর্ব কার্য কঠিন হয়ে পড়বে । শত্রুও তোমাদের অনেক কারণ তোমরা নিজেরাই বল এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ জ্বোয়ালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । তোমরা স্বচ্ছতার সাহায্যেই বোঝাও যে , এই লড়াইয়ের পরই মুক্তি -জীবনমুক্তির গেট খুলেছিল । অনেক আত্মারা মুক্তিধামে যায় তারপর ফিরে আসে জীবনমূক্তিতে । প্রথমে দেবী -দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে ,বাকি সবাই পরে পরে নিজ নিজ ধর্মের স্থাপনা করে। বাবা বলেন, আমি ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করি আর সাথে সাথে ব্রাহ্মণদের দেবী-দেবতা করে তুলি । শূদ্র যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রাহ্মণ হচ্ছে ঠাকুর দাদার কাছ থেকে বর্সা কি করে পাবে ? বর্ণতে অবশ্যই আসতে হবে । দেখেই বোঝা যাবে এই আত্মা দেবী -দেবতা কুলের । যারা দৈবী কুলের হবে তাদেরই স্যাপলিং(কলম) তৈরি হবে । তাই বাবা বোঝান এরকম মিষ্টি

বাবা দাদাকে কখনও ভুলে যেওনা । যাঁর উদ্দেশ্যে বল -- তুমি মাত - পিতা••• তোমার শিক্ষা গ্রহণ করে ২১ জন্মের জন্য বেহদের সুখ প্রাপ্ত করব । পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে হবে । সুপুত্র যারা হবে -- প্রতিজ্ঞা করবে যে , বাবা আমরা পাস উইথ অনার হয়ে দেখাব । সূর্যবংশীয় রাজ্য ভাগ্য অবশ্যই প্রাপ্তি করব । বাবা বলেন, তোমাদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। মায়াও কিছু কম নয় ।

প্রত্যেকে এমন পুরুষার্থ কর যাতে স্বর্গে গিয়ে সূর্যবংশী পদ লাভ করতে পার । এখন পুরুষার্থ করলে কল্প কল্প ধরে এই পুরুষার্থ তোমাদের চলবে । তাই বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা -- সামলে চলো। কখনও সংশয় বুদ্ধি যেন না আসে । লৌকিক সম্বন্ধেও বাচ্চারা কখনও মা -বাবার প্রতি সংশয় প্রকাশ করতে পারেনা । তা অসম্ভব । এখানেও বুদ্ধিতে বাবা শুধু এটাই স্মরণ রাখা উচিত । ইনি হলেন বেহদের সুখ প্রদানকারী বাবা, তবুও মায়া এসে তোমরা বাচ্চাদের বক্সিং-এ হারিয়ে দেয় । বাবা বলেন, কখনও অশুদ্ধ অহংকার বা অশুদ্ধ লোভ করা উচিত নয় । বাস্তবে তোমরা হলে অত্যন্ত লোভী, কিন্তু শুদ্ধ লোভ এটাই যে, বেহদ বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা নেব । স্বর্গের প্রতি মোহ হল শুদ্ধ লোভ । এক বাবার প্রতি সম্পূর্ণ মোহ রাখো । বেঁচে থেকেও মৃত হয়ে থাক ।

ব্যাস , আমি একমাত্র বাবার, বাবাই আমার সব । বাবার কাছ থেকেই বর্সা নেব । যাই কিছু ঘটুক না কেন, নিজের কাছে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা কর, যদি আর কিছু প্রাপ্তি নাও হয় তবুও সংশয় আসা উচিত নয় । যদি কোনও কথায় সংশয় আসে বাবার প্রতি যেন না আসে । তোমরা তো বাবার তাইনা ! বাবার প্রতি সংশয় আসা উচিত নয় । মাতেলে তাকেই বলে যে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। পতিতকে বৈমাত্রেয় (সৌতেলা) বলা হয় । জ্ঞান ধারণায় চলতে চলতে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে । যদি এই সময় শরীর ত্যাগ কর তাহলে কি পদ পাবে ? আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ড্রামাকে ভালভাবে বুঝে চলতে হবে । পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ সঞ্চয় করতে হবে । ড্রামা বলে বসে থাকা উচিত নয় ।

২) কখনও বাবাকে ডিস-রিগার্ড করা উচিত নয় । প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর শ্রীমত্ অনুসারে চলতে হবে । বাবার প্রতি যেন কখনও সংশয় না আসে ।

বরদান :- ট্রাস্টি হয়ে লৌকিক দায়িত্ব পালনে অক্লান্ত ডবল লাইট ভব

লৌকিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে সেবার দায়িত্ব পালনকারী ডবল লাইট প্রাপ্তি করে । ডবল দায়িত্ব পালনকারী অর্থাত্ ডবল প্রাপ্তি, কিন্তু ডবল দায়িত্ব পালনকারী হয়েও, হাল্কা থাকার জন্য নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে, দায়িত্বভার সামলালে ক্লান্তি অনুভব হবেনা । নিজের গৃহস্থ , নিজের প্রবৃত্তি অর্থাত্ আমিত্ব ভাব থাকলেই সব কিছু বোঝা মনে হয়। কিছুই নিজের নয় সবই বাবার, আমি শুধুমাত্র দেখাশোনা করছি, কিছুই নিজের নয় যদি তবে বোঝা কিসের ।

স্লোগান:- সবসময় জ্ঞান সূর্যের সামনে থাকলে ভাগ্যরূপী ছায়াও তোমার সাথে থাকবে অর্থাত্ জ্ঞান সূর্যের সাথে থাকা মানেই নিজের ভাগ্যোদয়ের সূচনা ।